ভোরের কাগজ

26

তারিখ ... FEB 06 2000 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আজ শুরু হচ্ছে বইমেলা

সংস্কৃতির বাহন ভাষা আর ভাষার বাহন বই। ফলে গ্রন্থমেলার আয়োজন অনিবার্য হয়ে ওঠে। আজ থেকে বাংলা একাডেমীতে শুরু হচ্ছে অমর একুশে বইমেলা। বইমেলাকে ঘিরে লেখক, প্রকাশক ও বইপ্রেমীদের আগ্রহের কমতি নেই। বইমেলা উপলক্ষে পুরো বাংলা একাডেমীর চেহারাটাই পাল্টে গেছে। দেখে বোঝার উপায় নেই মেলার যখন শুরু তখনকার চেহারা কী ভিন্নই না ছিল।

১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলা একাডেমী তার নিজস্ব প্রকাশনা অমর একুশে উপলক্ষে হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রি করে। '৭৪ সালে একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে বাংলা একাডেমীতে জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে একাডেমীর বই বিক্রি ও প্রদর্শিত হয়। ১৯৭৫ সালে একাডেমীর একুশের অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করে কয়েকটি পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান একাডেমীর গেটের পাশে বই বিক্রি করতে শুরু করে। এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংগঠিত করে মুক্তধারা। পরবর্তী তিন বছরে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে যায়। বলা যায়, রীতিমতো বইমেলায় রূপান্তরিত হয় তা। এ অবস্থায় ১৯৭৮ সালে মেলাটিকে বইমেলা হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়ে বাংলা একাডেমী আয়োজকের ভূমিকা নেয়। তবে ১৯৮৪ সালে এসে 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা' হিসেবে মেলার নামকরণ করা হয়। এ বছরই মেলার জন্য নীতিমালা তৈরি করা হয়। এর আগে ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি বইমেলা আয়োজনে একাডেমীকে সহযোগিতা করা শুরু করে। সেই থেকে শুরু। এরপর আর থেমে থাকেনি বাংলাবাজারের ছাপাখানার যন্ত্র। প্রাকৃত-উত্তর ভাষা সাদাকালো হয়ে বাংলা একাডেমীর চত্বরে প্রতি বছর আসর জমিয়ে রেখেছে। গ্রন্থের পবিত্রতা আমাদের সব সময়ের কাম্য। কিন্তু আমাদের অস্বাভাবিক রুচিগুলো তো আর থেমে থাকে না। বিগত কয়েক বছর ধরে বই উৎসবের প্রাঙ্গণে বারবার ক্ষুণ্ন হয়েছে কালো অক্ষরের পবিত্রতা। 'বিচারের রায় এমনই হয়। একজনের শাস্তির মধ্য দিয়েই সমাজের

বাংলা একাডেমীর বর্ধমান ভবন

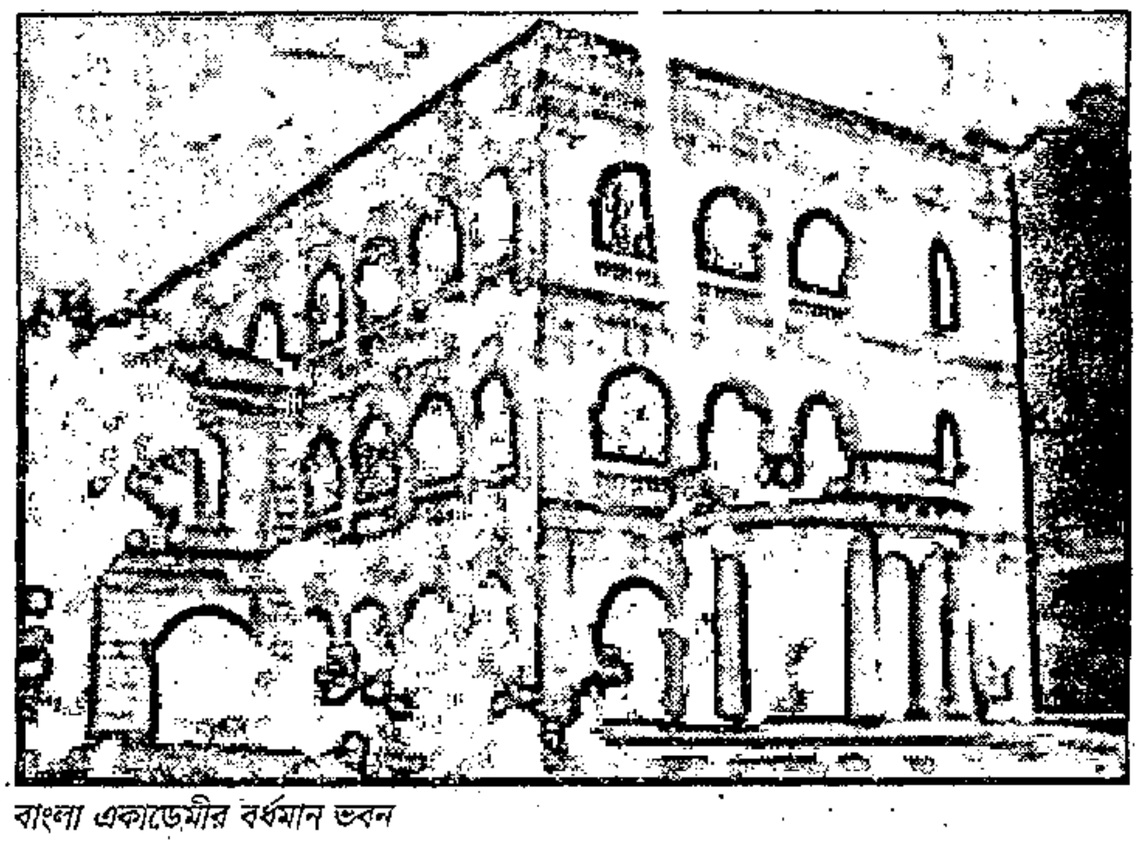

গরিষ্ঠজনেরা স্বস্তি পায়।' বলছিলেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। বলা প্রয়োজন, '৯৮-র বইমেলায় তাঁর ব্যাটন হাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ঘটনা। গত বছরগুলোতে যা হচ্ছিল তা বারোয়ারি মেলা ছাড়া আর কি! কাজেই ঐ সময় পরিবেশ সুস্থির করতে মহাপরিচালকের নিজেকে মাঠে নামানো ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। স্বীকার করতেই হচ্ছে বছর দুয়েক বইমেলার পরিবেশ তার আবহ ধরে রাখতে অনেকাংশে সচেষ্ট হয়েছে। এবারের মেলা দুটো মাত্রায় উদ্ভাসিত হতে যাচ্ছে। একটি মাত্রা অবশ্যই সহস্রাব্দের প্রথম গ্রন্থমেলা হিসেবে। আর অন্যটি বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের সমারোহে। এই দ্বিমুখী বিষয়ের প্রতিফলন ঘটবে বহুবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং অবশ্যই ঐতিহ্যবাহী সমৃদ্ধ আলোচনার মাধ্যমে। এ বছর মেলাতে আরো একটি অভূতপূর্ব বৈশিষ্ট্য হবে ওয়েবসাইটে বই পরিচয় এবং বিক্রয়ের সুযোগ সৃষ্টি। যার আন্তর্জাতিক মান কলকাতার বইমেলাতেও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। শিশুমেলা— এ নামেই আত্মপ্রকাশ ঘটবে ২০০০ সালের শিশুদের জন্য নির্ধারিত পুস্তক সমারোহের। স্থান বর্তমান বয়ড়াতলা যার আগামী নাম রবীন্দ্র চত্বর। শিশুদের জন্য ভিন্ন প্রবেশপথ আর নির্দিষ্ট স্থানই নয় প্রতিদিন এখানে চলবে শিশুদের গল্প শোনানোর পালা। শ্রোতা বাংলাদেশের সাধারণ শিশু, বয়ানকারী নামকরা শিশুসাহিত্যিকগণ। সহস্রাব্দের অভিনবত্ব থাকলেও মাতৃভাষা দিবসের গৌরবই অধিকতর দীপ্রমাণ বাঙালি পাঠক মেলায়। মাতৃভাষা দিবসের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় আন্তর্জাতিকতা ৬ হাজার ৩০০টি মুখ্য ভাষা ছাড়াও সকল ভাষাভাষীর মাতৃভাষা চর্চার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা। আর এ দায়িত্ববোধ থেকে বাংলা একাডেমী প্রথমবারের মতো ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ওপর আলোচনার উদ্যোগ নিয়েছে ঋদ্ধ মতবিনিময় সভায়। এতসবের পরও একটা বিষয় প্রচলন করার চেষ্টা করছেন কর্তৃপক্ষ আর সেটা হচ্ছে তথ্যবোর্ড। এর একটিতে পৃথিবীর সব ভাষার নিজস্ব একটি অক্ষর, ভাষার নাম দেশের নাম থাকছে অন্যটিতে মানচিত্র এবং পৃথিবীর কোথায় কতোজন বাংলাভাষী আছেন সে সম্পর্কিত দিকনির্দেশনা উপস্থাপন।

❑ শবনম ফেরদৌসী